

আফগান মুজাহিদ কমান্ডার হাজি মোল্লা মাসুম এর সাক্ষাতকার

Theunjustmedia'র সাথে ইসলামিক আমিরাত আফগানিস্তানের কমান্ডার জনাব হাজি মোল্লা মাসুম সাহেবের সাক্ষাতকার। সাক্ষাতকার গ্রহণের তারিখঃ ৯ই ফিলহজ্জ ১৪৩২ হিজরী ৬ই নভেম্বর ২০১১ রোজ বৃহস্পতিবার

theunjustmedia: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

Haji Mullah Masum: ওয়া আলাইকুমুসসালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

theunjustmedia: অনুগ্রহপূর্বক সংক্ষেপে আপনার পরিচয় দান করুন।

Haji Mullah Masum: আমার জন্মস্থান হলো আফগানিস্তানের জাবুল প্রদেশ। ইসলামিক স্টাডিজ লেখাপড়া করে আলিম ডিগ্রি অর্জন করেছি। ১৯৯৬ সালে আমি ইসলামিক আমিরাত আফগানিস্তানের মুজাহিদদের সাথে যোগদান করি; সেই থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত ইসলামিক আমিরাত আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আমাকে যখন যেখানে মোতায়েন করেছে সেখানে থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছি। এই সময়ের মধ্যে আমি ছয় বার আহত হয়েছি এবং ষোল মাস জেল খেটেছি। বর্তমানে আমাকে জাবুল প্রদেশে পোস্টিং করা করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ প্রথমেই আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো, আমেরিকান সন্ত্রাসবাদী সরকার বিশ্ববাসীকে বলছে যে তারা ২০০১ এর অক্টোবরে যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে আফগানিস্তান আক্রমণ করেছিলো তারা তাদের সে লক্ষ্য উদ্দেশ্য প্রায় সফল করে নিয়ে এসেছে এবং আগামী ক'এক বছরের মধ্যে তাদের বাকি কাজটুকুও তারা সফল করে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে। তাদের এই দাবীর ব্যপারে আপনাদের প্রতিক্রিয়া কী?

উত্তরঃ আমেরিকার সন্ত্রাসবাদী সরকার দাবী করছে যে তারা আফগানিস্তান আক্রমণের পেছনে তাদের যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিলো তারা তা সফল করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা তাদের এ দাবীর জবাবে বলতে চাই, আফগানিস্তান আক্রমণের পেছনে তাদের আসল যেসব উদ্দেশ্য ছিলো সেগুলো আমি একেক করে উল্লেখ করছি।

১) তাদের প্রথম উদ্দেশ্য হলো আফগানিস্তানে কায়েম হওয়া ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়া, যে ইসলামী ব্যবস্থা দ্বারা আফগান জনগণের গোটা জীবনের যাবতীয় বিষয়ের সমাধান দেয়া হতো। এই ইসলামী ব্যবস্থা হলো শয়তানী অন্য সকল জীবন ব্যবস্থার বিপরীত, যে শয়তানী ব্যবস্থা দ্বারা আমেরিকান জনগণকে শাসন করা হয়। তাই সেই শয়তানী শাসনের ধারক বাহকেরা স্বাভাবিক কারণেই ন্যায় বিচার, ইনসাফ, নীতি নৈতিকতা, আদর্শ বিশ্বাস ও গুণগত মানসম্পন্ন ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে সহ্য করেনি; কারণ তারা যে লোভ লালসা, প্রতারণা, শোষণ ও স্বৈরাচারী ব্যবস্থা দ্বারা শাসন করে যাচ্ছে আফগানিস্তানের ইসলামী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ তার বিপরীত। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সমাজতন্ত্রের পতনের পর বিশ্ব অর্থনীতিতে সেই পুঁজিবাদকে জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয় যেখানে স্বাধীনতা ও মুক্তির স্লোগানের আড়ালে জনস্বার্থের বিরুদ্ধে কেবল পুঁজিবাদী কর্পোরেট স্বার্থই রক্ষা করা হয়। যখন আমেরিকান সন্ত্রাসবাদী সরকার দেখলো যে আফগানিস্তানে তাদের কর্পোরেট ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের বাইরে এমন একটি নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যেটি অচিরেই তাদের শোষণভিত্তিক ব্যবস্থার বিপরীতে একটি কার্যকরী বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র তখন তারা তাদের নিয়ন্ত্রিত জুলুমবাজ বিশ্ব ব্যবস্থার অস্তিত্বের প্রতি হুমকি বিবেচনা করে আফগানিস্তানের ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে উঠে পড়ে লাগলো।

২) তাদের এই আক্রমণের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, যখন গোটা পৃথিবীর প্রতিটি সরকার গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে আমেরিকার সন্ত্রাসবাদী সরকারের ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তখন একমাত্র স্বাধীনচেতা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আফগান মুসলমানরাই এই আমেরিকানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি; তাই আমেরিকার সন্ত্রাসবাদী সরকার সাহসী স্বাধীনচেতা আফগান মুসলিম জাতিকে তাদের গোলামীর জিঞ্জীরে আবদ্ধ করা; যাতে তারা তাদের আদর্শ মূল্যবোধ ও নীতি নৈতিকতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

৩) তাদের তৃতীয় উদ্দেশ্য হলো, আফগানিস্তানে সম্পূর্ণ একটি ত্রুসেডার পুতুল সরকার কায়েম করা যারা এখানে তাদের দেয়া অর্থব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে আফগানিস্তানের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে লুটপাট করে নিয়ে যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তারা মানুষের মধ্যে ব্যপকভাবে দুর্নীতি পরায়ণ মানসিকতার বিস্তার ঘটাবে এবং আফগান নারীদের সুউচ্চ সম্মান ও মর্যাদাবোধকে ধ্বংস করে দিয়ে তাদেরকে বাজারের পন্যে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করে চলছে যাতে তাদেরকে তাদের হীন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়।

উল্লিখিত এসব হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই আমেরিকান সন্ত্রাসবাদী সরকার আফগানিস্তান আক্রমণ করেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো তারা আল্লাহর রহমতে ইসলামিক আমিরাত আফগানিস্তানকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়নি; বরং গোটা আফগান জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগ্রাসী হানাদারদেরকে রুখে দাঁড়িয়েছে এবং বর্তমানে আফগানিস্তানের প্রায় ৮০% এলাকা মুজাহিদরাই নিয়ন্ত্রণ করছে; যেটা বিভিন্ন সময়ে আমেরিকা নিজেও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। অতএব আমরা একথা বলতে পারি যে আমেরিকা তার কাংখিত লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জনে এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছে।

নির্ভীক গর্বিত আফগান মুসলিম জাতি আমেরিকান দাসত্ব ও ত্রুসেডাদের শয়তানী বিধি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এ শোষণদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। যদিও একথা আমরা স্বীকার করছি যে দুষ্ট ও মান মর্যাদাহীন কিছু লোক মূল্যহীন আমেরিকান ডলারের কাছে নিজেদেরকে বিক্রি কর দিয়েছে।

তাদের ত্রুসেডার সরকার প্রতিষ্ঠা করতে যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে তার প্রমাণ হলো পুতুল সরকারে রজধানী খোদ কাবুলে মুজাহিদরা অসংখ্য ছোট ও বড়ো ধরনের সফল আক্রমণ চালাতে সক্ষম হয়েছে এবং আমেরিকা ও তার পুতুল সরকারের যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে তারা সক্ষম।

প্রাকৃতিক সম্পদ লুটপাটের ক্ষেত্রেও তারা সফলতা অর্জন করতে পারেনি। যেখানেই তারা প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলনের জন্য কোন মেশিনারিজ কিংবা স্থাপনা সেট করতে আরম্ভ করেছে মুজাহিদরা তাদের এসব স্থাপনা ভয়াবহ আক্রমণের মাধ্যমে গুড়িয়ে দিয়েছে।

বিশ্ববাসী যদি মনে করে যে লক্ষ লক্ষ আফগান জনসাধারণকে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে, তাদের ঘর বাড়ি দোকান পাট ধ্বংস করে, কৃষি জমি নষ্ট করে, অনেক মুজাহিদদেরকে শহীদ করে, হাজার হাজার নিরীহ নিষ্পাপ আফগান মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং হাজার হাজার মুসলমানকে কারাবন্দী করে তারা সফল হয়েছে তাহলে আমরা বলবো এগুলো সফলতার কোন মানদণ্ডই নয়। ইসলামের মান মর্যাদা রক্ষার জন্য যে কোন যুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো মুসলিম জাতির জন্মগত স্বভাব, আর এ কাজ করতে গিয়ে যদি তার জীবন দিতে হয় তাহলে এটাই তার জীবনের সব চেয়ে বড়ো প্রাপ্তি, এটাই তার জীবনের সব চেয়ে বড়ো সার্থকতা।

ইতিহাসের পাতা খুললে আমরা প্রতিরোধ যুদ্ধে আফগান জাতির যে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস দেখতে পাই তা সত্যিই আমাদের জন্য গর্বের; তারা ইতিপূর্বে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদেরকে পরাজিত করে তাদেরকে আফগানিস্তান থেকে বিতাড়িত করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান আক্রমণ করেছিলো, তারাও তাদের প্রতিরোধ যুদ্ধের মুখে নাকানি চুবানি খেয়ে লাঞ্চিত হয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। এসব যুদ্ধ তো নিশ্চয়ই কোন ত্যাগ স্বীকার ছাড়া সম্ভব হয়নি; লক্ষ লক্ষ আফগান এসব জিহাদে শহীদ হয়েছে, লক্ষ লক্ষ আফগান আহত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ বাস্তহারা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ শিশু এতিম হয়েছে, লক্ষ লক্ষ নারী বিধবা হয়েছে; এমন চরম ত্যাগ স্বিকারে অভ্যস্ত হওয়াটাই আফগান জাতির সবচেয়ে বড়ো অর্জন।

বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেও আমরা দেখতে পাবো যে, আমেরিকানরা তাদের উদ্দেশ্য সফল করা তো দূরের কথা তারা এখানে চরম লাঞ্ছনাকর নির্মম পরাজয়ের শিকার। তারা তাদের পরাজয়কে ধামা চাপা দিয়ে এখন তাদের লক্ষ অর্জিত হয়ে যাওয়ার দাবী তুলছে যাতে করে তারা আফগানিস্তানের মরন ফাঁদ থেকে কোন মতে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হলো তারা তাদের সামরিক বাহিনীর চরম ব্যর্থতাকে ঢেকে রেখে তারা বিজয়ী হয়ে দেশে ফিরেছে বলে বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেয়ার আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।



প্রশ্নঃ আপনি কি মুজাহিদদের এমন কিছু কারামাহ বা আশ্চর্যজনক ঘটনা আমাদেরকে বলতে পারেন যা আপনি চাক্ষুষ দেখেছেন কিংবা কোন মুজাহিদদের থেকে শুনেছেন?

উত্তরঃ এমন অসংখ্য আশ্চর্যজনক ঘটনা রয়েছে যা আমি এবং অন্যান্য মুজাহিদগণ নিজেরা প্রত্যক্ষ করেছি এবং অন্যান্য অনেক মুজাহিদদের থেকে শুনেছি। কিন্তু আমি আপনাকে সবচেয়ে বড়ো কারামাহ সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যা গোটা বিশ্ববাসী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে, আর তা হলো; বর্তমান বিশ্বের তথাকথিত সুপার পাওয়ার আমেরিকা এবং বিশ্বের সর্বাধিক উন্নত ইউরোপসহ আরও ৪২টি দেশের সেনাবাহিনী, দেশী বিদেশী ভাড়াটে গুন্ডা বাহিনী, সর্বাধুনিক বিভিন্ন রকম মারনাস্ত্রে সজ্জিত আফগান পুতুল সরকারের আর্মি ও পুলিশ বাহিনী মিলে তুলনামূলক খুবই অল্পসংখ্যক মুজাহিদদের সাথে নাকানি চুবানি খাচ্ছে যারা সেই পুরনো আমলের RPG, AK47, PK নিজেদের হাতে ঘরে বসে বানানো IED (improvised explosive device) দিয়ে যুদ্ধ করছে, যারা তেমন কোন প্রাতিষ্ঠানিক সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি এবং বাস্তব অবস্থা হলো সেই মুজাহিদরাই আফগানিস্তানের আশি ভাগেরও বেশী-রাতের বেলা আরও বেশী- এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে।

আফগানিস্তানের বাস্তব অবস্থা ধামাচাপা দেয়ার জন্য আর এক মিথ্যা প্রোপাগান্ডা তথাকথিত বিখ্যাত সাংবাদিক, বিশেষজ্ঞ, বিশ্লেষক ও ঐতিহাসিকদের থেকে অব্যাহতভাবে শুনে আসছি। এরা বিভিন্ন রকম বানোয়াট ও মিথ্যা যুক্তি খাড়া করে বলছে যে ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসনের সময় আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা CIA যদি আফগান মুজাহিদদেরকে প্রশিক্ষণ না দিতো তাহলে তারা রাশিয়ানদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হতো না।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালায় জন্য যিনি তাদের এ প্রোপাগান্ডা তাদের মুখের উপর ছুড়ে মেরেছেন। যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান আক্রমণ করেছিলো তখন অন্য কোন দেশ তাদেরকে সামরিক সাহায্য প্রদান করেনি; কিন্তু এবার আক্রমণ করেছে তথাকথিত বর্তমান সুপার পাওয়ার আমেরিকা, তাঁর সাথে যোগ দিয়েছে আরও ৪২ টি দেশের সামরিক বাহিনী, কিন্তু এবারও মুজাহিদগণ তাদের অহংকার চূর্ণ করে দিয়ে তাদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে। যে কোন বিবেকবান মানুষের মাথায় একটি প্রশ্ন আঘাত হানা উচিত যে প্রায় গোটা বিশ্বের জ্রুসেডার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদেরকে কে সাহায্য করছে? তারা যদি কপটতা ও দ্বিমুখী নীতি পরিহার করে আন্তরিকতার সাথে বিষয়টি অনুধাবনের চেষ্টা করে তাহলেই তারা বুঝতে পারবে যে, গোটা বিশ্বের জ্রুসেড বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদেরকে যিনি অবিরাম সাহায্য করে আসছেন তিনি হলেন বিশ্ব জাহানের এক ও একক সৃষ্টিকর্তা প্রভু মহা পরাক্রমশালী সেই আল্লাহ্ তায়ালা যিনি সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধেও মুজাহিদদেরকে সাহায্য করেছিলেন।

বিশ্ববাসী বিগত ৩২ বছরে দুটো কারামাহ বা সবচেয়ে বড়ো আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে; আর তা হলো, পুরানো আমলের সামান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে স্বল্প সংখ্যক মুজাহিদগণ পৃথিবীর তথাকথিত দু' দুটো সুপার পাওয়ারকে পরাজিত করেছে যারা সর্বাধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন রকম সামরিক সরঞ্জাম ও মারনাত্মক সজ্জিত; সিংহ হৃদয়ের মুসলিম বীরদের সামনে তারা দাড়াতেই পারেনি। গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য এটা একটা চমৎকার উপসংহার এবং সেসব মুসলিম যুবকদের জন্য গর্বের বিষয় যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিজেদের জান মাল কোরবানি করে ইসলামকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এসেছে। সকল প্রশংসা মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তায়ালার জন্য যিনি তাদের একনিষ্ঠতাকে নিজ দয়ায় কবুল করে কম্যুনিষ্ট ও ক্রুসেডারদের উপর তাদেরকে বিজয় দান করেছেন।

আর যুদ্ধ ক্ষেত্রের আশ্চর্যজনক ঘটনার কথা যদি বলা আরম্ভ করি তাহলে তা তো বলে শেষ করা যাবে না। আমি মাত্র কয়েকটা ঘটনার কথা বলতে চাই। কিছু দিন পূর্বে গজনি প্রদেশের নানায় গ্রামে একজন মুজাহিদ শাহাদাহ বরণ করেন; অন্যান্যরা যখন এই যুবক মুজাহিদের জন্য কবর খুঁড়তে আরম্ভ করলো তখন ঘটনাক্রমে এই কবরের পাশেই ছিলো আর এক মুজাহিদ শহীদে কবর যিনি শাহাদাহ বরণ করেছিলেন ১৮৭৯-১৮৮২ সনের দিকে ব্রিটিশরা যখন দ্বিতীয়বার আফগানিস্তান আক্রমণ করে তখনকার প্রতিরোধ যুদ্ধে। এই কবরটি খুঁড়তে গিয়ে পুরাতন সেই কবরটিতে একটি ছিদ্র তৈরি হলে তারা দেখতে পান যে প্রায় ১২৮ ছর আগে দাফন করা সেই মুজাহিদের লাশ এখনো তরতাজা ও অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে।

অন্য আরেকটি ঘটনা ঘটেছে জাবুল প্রদেশের খারুজ নামক গ্রামে। দু'জন মুজাহিদকে তাদের কমান্ডার গ্রামের বাজারে পাঠিয়েছিলেন কিছু খাবার কিনে আনার জন্য এবং তাদের প্রত্যেককে তিনি একটি করে কাগজ দিয়েছিলেন আয় ব্যায়ের হিসাব লিখে রাখার জন্য। পথিমধ্যে তারা দু'জন শত্রুদের আক্রমণের শিকার হন এবং শাহাদাহ বরণ না করা পর্যন্ত তারাও যুদ্ধ চালিয়ে যান অতঃপর অন্যান্য মুজাহিদগণ যখন তাদেরকে দাফন করতে যান তখন তাদের কমান্ডারের দেয়া সেই কাগজ দু'খানা রক্তমাখা অবস্থায় পান এবং দেখতে পান যে সে কাগজে তাদের রক্ত দিয়ে ছবছ তাদেরই ছবি আঁকা হয়ে আছে।

আর একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে; সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় শহীদ এক মুজাহিদকে তাকহার প্রদেশে দাফন করা হয়, কিন্তু তিনি মূলতঃ ছিলেন কান্দাহার প্রদেশের মানুষ; অনেক বছর পর তার পরিবারের লোকেরা যখন তার কবরের সন্ধান পান তখন তারা সিদ্ধান্ত নেন তাকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে তাদের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করার। তারা কবর খুঁড়ে দেখতে পান যে ২৬ বছর পূর্বে দাফন হওয়া সত্ত্বেও এখনো তার দেহ সম্পূর্ণ অক্ষত ও তর তাজা।

আরও একটি ঘটনা আমি আপনার সাথে শেয়ার করতে চাই যেটি সংঘটিত হয়েছিলো একজন শহীদের দাফনের সময়। আমার শায়খ আল্লাহ্ রসূলের সীরাতের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও ইসলামিক আমিরাত আফগানিস্তানের প্রথম সারির সদস্য শায়খ মুহাম্মাদ ইয়াসির একজন শহীদের দাফনের সময় তিনি উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, যারা শহীদদের ক্ষেত্রে সংঘটিত কারামতসমূহকে অস্বীকার করে তাদেরকে আমি আহবান জানাই আপনারা আমাদের কাছে আসুন,

আপনাদের কাছে বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক যতো প্রযুক্তি আছে তা দিয়ে গবেষণা করে আমাদেরকে একটু বুঝিয়ে দিন কেন একজন মুজাহিদের দেহ শাহাদাহ বরণ করার পরও শত শত বছর ধরে তা অবিকৃত ও তর তাজা থাকে, কেন তা থেকে মন মাতানো সুগন্ধি ছড়ায়; আর নাস্তিক মুরতাদ কুফফার সেনাদের মৃতদেহ মৃত্যুর পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পচে গলে কেন বিকৃত হয়ে যায়, কেন উৎকট দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করে? আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

আল্লাহ্‌র পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না; বরং তারা তাদের প্রভুর কাছে জীবিত, কিন্তু তোমরা তা অনুধাবন করতে পারো না। (সূরা আল বাকার, আয়াত ১৫৪)

আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলেন-

যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের রবের কাছে জীবিত এবং তাদেরকে জীবিকাও প্রদান করা হয়। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা নিয়ে তারা খুবই আনন্দিত এবং যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদেরকে তারা এই মর্মে সুসংবাদ জানাতে চায় যে তাদের কোন ভয় নেই এবং তাদেরকে কোন দুশ্চিন্তাও করতে হবে না। তারা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে দেয়া একটি নিয়ামাত ও একটি অনুগ্রহ নিয়ে খুবই উৎফুল্ল এবং আল্লাহ্ তায়ালা নিশ্চয়ই ঈমানদারদের প্রতিদান বিনষ্ট করবেন না। (সূরা আ-লে ইমরান, আয়াত ১৬৯-১৭১)

প্রশ্নঃ আমরা শুনতে পাই প্রত্যেক দিনই আমেরিকান সরকার দাবী করছে যে মুজাহিদরা সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ চালায় এবং বেসামরিক লোকদেরকে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। অনুগ্রহ পূর্বক আপনি আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন হানাদার বিদেশী সৈন্য এবং তাদের স্থানীয় দোসরদের উপর সামরিক আক্রমণের ক্ষেত্রে ইসলামিক আমিরাত আফগানিস্তানের প্রশাসন কী নীতিমালা অনুসরণ করে?



উত্তরঃ উত্তর দেয়ার আগে প্রথমেই আমি সাধারণ জনগণকে এই বিষয়টি বুঝতে অনুরোধ করবো যে, পৃথিবীর প্রধানতম পত্র পত্রিকা, রেডিও টেলিভিশন, স্যাটেলাইট চ্যানেল গণমাধ্যম সবই আমেরিকান সম্ভ্রাসবাদী সরকারের নিয়ন্ত্রণে; অতএব তাদের নিয়ন্ত্রিত এসব গণমাধ্যমে তারা এমন প্রচার প্রোপাগান্ডাই চালাবে যা মুজাহিদদেরকে মানুষের কাছে হেয় করবে এবং যার দ্বারা তাদের হীন স্বার্থ সুরক্ষিত হবে।

দ্বিতীয়তঃ আগ্রাসী বিদেশী হানাদারদের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণার কারণেই আফগান জনসাধারণ মুজাহিদদের পক্ষ অবলম্বন করে থাকে; আর তাই তারা জনসাধারণের মধ্যে মুজাহিদদের প্রতি বিরূপ ধারণা ও ঘৃণা তৈরি করার জন্য কাপুরুষের মতো সাধারণ মানুষের উপর একের পর এক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে মিডিয়ার মাধ্যমে তার দায়ভার মুজাহিদদের উপর চাপায়; যাতে তারা সারা দুনিয়ায় পাবলিক সেন্টিমেন্ট তাদের পক্ষে রাখতে পারে।

তৃতীয়তঃ ইসলামিক আমিরাত আফগানিস্তানের মুজাহিদগণ হানাদারদের উপর আক্রমণের সময় সাধারণ জনগণের জানমাল রক্ষার ব্যাপারে খুবই সতর্ক ও শক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে থাকে। যেসব আক্রমণের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এমন আক্রমণের কোন অনুমোদনই দেয়া হয় না। আর একারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুজাহিদরা IED (improvised explosive device) ব্যবহার করে থাকে। তারপরও কোথাও যদি সাধারণ মানুষ শাহাদাহ বরণ করে কিংবা আহত হয় তাহলে ইসলামিক আমিরাত আফগানিস্তানের পক্ষ থেকে প্রশাসনিকভাবে ব্যাপক তদন্ত করা হয় কেন এমন ঘটনা ঘটেছে তা উদঘাটন করার জন্য। তদন্তে যদি কেউ দায়িত্বে অবহেলা কিংবা অন্য কোন কারণে দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে তাকে শরিয়া বিধান অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা হয় এবং সব সময়ই সকল মুজাহিদদেরকে সাধারণ নাগরিকদের জানমালের ক্ষয় ক্ষতি এড়ানোর জন্য কড়া প্রশাসনিক নির্দেশনা দেয়া হয়।

আমি আপনাদেরকে আমার একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার ঘটনা শুনাবো যা থেকে আপনাদের ও বিশ্ববাসীর কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে আফগানিস্তানে মুজাহিদ ও সাধারণ জনগণের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক আসলে কেমন। বেশী দিন আগের ঘটনা নয়; আমরা এক জায়গায় রাস্তায় একটি ল্যান্ডমাইন পুতে রেখে শত্রুসেনাদের গাড়ি বহর আসার অপেক্ষা করছিলাম। আমাদের এই ল্যান্ডমাইনটি রিমোট কন্ট্রোল ছিলোনা, এটি ছিলো এমন ধরনের যে গাড়ি এর উপর দিয়ে যেতে গেলেই এটি বিস্ফোরিত হবে। হঠাৎ দেখতে পেলাম অন্য দিক থেকে সাধারণ মানুষ ভরা একটি গাড়ি আসছে। এখন অবস্থা এমন দাড়ায় যে আমরা যদি এগিয়ে গিয়ে পাবলিক গাড়িটি থামাতে যাই তাহলে আমরা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী; কেননা অন্য দিক থেকে শত্রু গাড়ি বহরও প্রায় কাছাকাছি চলে আসছিলো। এমতাবস্থায় আমাদেরই টিমের এক মুজাহিদ আমাকে এসে বললো যে সে ঝুঁকি নিয়ে হলেও এগিয়ে গিয়ে যাত্রীবাহী গাড়িটিকে থামাবে, অথচ সে জানে যে এতে তার জীবনও চলে যেতে পারে, কিন্তু তার মাথায় তখন কেবলই সাধারণ মানুষদের জানমাল রক্ষার চিন্তা। যাই হোক সে দ্রুততার সাথে মোটর বাইক নিয়ে ছুটে গিয়ে যাত্রীবাহী গাড়িটিকে থামালো এবং ইতিমধ্যেই অন্য দিক থেকে শত্রুদের সামরিক গাড়ির বহর চলে আসলো; তারা যাত্রীবাহী গাড়িটিকে ঘুরিয়ে পেছনে চলে যেতে দেখে সন্দেহ করলো এবং গুলী বর্ষণ আরম্ভ করলো, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তায়ালা তার নিজ রহমত অ কৌশলে সে মুজাহিদকেও রক্ষা করলেন এবং সে গাড়িটির যাত্রীদেরকেও রক্ষা করলেন।

মুজাহিদদের প্রতি তাদের জনসাধারণকে হত্যার গল্প সম্পূর্ণই বানোয়াট; বরং অনেক সময় যেটা হয় তা হলো কোন গ্রামের আশপাশে যখন হানাদাররা মুজাহিদদের আক্রমণের শিকার হয় তখন মুজাহিদদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ে প্রতিশোধ নিতে তারা নারী শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে জনসাধারণের উপর এলোপাতাড়ি গুলীবর্ষণ করে তাদেরকে হত্যা করে সেই দোষ মুজাহিদদের উপর চাপাতে চেষ্টা করে। নিরপেক্ষ অনেক গণমাধ্যমের কাছেই এ বিষয়ে অনেক দলীল

প্রমাণ রয়েছে।



প্রশ্নঃ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মুসলমানদের জন্য আপনার পরামর্শ কী? ইসলাম ও সম্মানিত মুজাহিদদের বিরুদ্ধে

মেইনস্ট্রিম গণমাধ্যমসমূহের অব্যাহত মিথ্যাচার ও প্রোপাগান্ডা প্রতিহত করার জন্য তাদের কি পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত?

উত্তরঃ গোটা মুসলিম জাতির প্রতি আমার উপদেশ হলো প্রথমে আমাদেরকে একথা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে আমরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই অবস্থান করি না কেন আমরা প্রত্যেকে দ্বীনী বন্ধনে পরস্পর ভাইভাই এবং পৃথিবীর সকল মুসলিম মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ শরীরের মতো। শরীরের এক অংশ আহত হওয়া মানেই গোটা শরীর অসুস্থ হওয়া। অতএব পৃথিবীর কোন প্রান্তে কেউ যদি মুসলিম জাতির কোন সদস্যের উপর আঘাত হানে তাহলে অন্যদের উচিত তার পক্ষ থেকে সাধ্যমতো সমুচিত প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাতে করে ঐ মুসলিমের উপর অত্যাচার বন্ধ হয়। মুসলিম জাতির কোন সদস্যের উপর অত্যাচারকারী কোন কর্তৃপক্ষের সাথে কোন অবস্থায়ই তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করা উচিত নয়। মুসলিম জাতির কোন সদস্য যদি কুফরারদের জেলে বন্দি থাকে তাহলে প্রত্যেক সদস্যের নিজেকে বন্দি মনে কর উচিত এবং ব্যক্তিগতভাবে হলেও প্রত্যেক মুসলিমের উচিত তার ভাইকে মুক্ত করে আনার জন্য আপ্রান চেষ্টা করা। কোন মুসলিম অত্যাচারিত নির্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও ‘ব্যক্তিগতভাবে নিজে আক্রান্ত হইনি বিধায়’ চুপ করে বসে থাকা এবং আরাম আয়েশে জীবন যাপন করা কোন প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তাদের উপর অর্পিত দ্বীনী দায়িত্ব অবহেলার কারণে তাদের উপর যুলুম নির্যাতনের মাত্রা শুধু বাড়তেই থাকবে।

মুসলিম জাতির যুব সমাজকে আমি বলবো, তোমাদের নীতি নৈতিকতা, আদর্শ বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দিয়ে দুনিয়ার জাঁকজমকপূর্ণ ক্ষণস্থায়ী বস্তুবাদী ভোগ বিলাসের প্রতি তোমাদেরকে প্রলুব্ধ করার জন্য কুফরাররা দিন রাত সুগভীর ষড়যন্ত্রের জাল বুনে যাচ্ছে; অতএব শত্রুর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তোমাদের সম্যক সচেতন হওয়া উচিত এবং শত্রুদের সেবাদাসে পরিণত হয়ে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্রীড়নক হওয়া থেকে তোমাদের বিরত থাকা উচিত। সত্য ও মহান ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সুমহান শিক্ষা গ্রহণের দিকে তোমাদের মননিবেশ করা প্রয়োজন। এই কঠিন বিশ্ব পরিস্থিতিতে তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য তোমাদের উচিত আপোষহীন হকুপস্তী আলিমদের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে তাদের পথনির্দেশ অনুসরণ করা।

প্রশ্নঃ আমরা জেনেছি যে ইসলামিক আমিরাত আফগানিস্তানের মুজাহিদগণ আফগানিস্তানের ৮০ ভাগ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের নিয়ন্ত্রনাধীন এসব এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলুন।

উত্তরঃ আলহামদু লিল্লাহ আপনারা জানেন যে হানাদাররাও এখন একথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে মুজাহিদরাই আফগানিস্তানের ৮০ ভাগ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে। যেসব এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সেসব এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই ভালো, জনসাধারণ সেখানে নিরাপত্তা ও শান্তির সাথেই বসবাস করছে, কারণ সেখানে জান মালের নিরাপত্তা আছে, চুরি ডাকাতির কোন ভয় ভীতি নেই এবং অসভ্য নির্লজ্জ পশ্চিমাদেরও কোন উপস্থিতি নেই। এসব অঞ্চলে ব্যবসা বানিজ্য লেনদেন, ক্রয় বিক্রয়, ব্যক্তিগত, পারিবারিক সামাজিক সকল বিষয়ের ফায়সালা ইসলামিক বিচারালয়ের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয় এবং এ বিচারালয় সকল ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শরিয়া আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করে।

এখানে আমি শত্রুদের সর্বশেষ আরেকটি প্রোপাগান্ডার ব্যাপারে একটু আলোকপাত করতে চাই। শত্রুরা বারবার দাবী করে আসছে যে আনুপাতিক হারে বিগত কয়েক বছরে তাদের উপর মুজাহিদদের আক্রমণের মাত্রা অনেকটা কমে আসছে। জনসাধারণ তাদের এ প্রোপাগান্ডার কারণে অনেক সময় মনে করে যে এ আক্রমণ কমে যাওয়ার কারণ হল মুজাহিদদের দুর্বলতা; কিন্তু বাস্তব কারণ এখানে মুজাহিদদের দুর্বলতা নয় বরং আক্রমণের প্রয়োজনীয়তা কমে যাওয়ার কারণেই তা কমে এসেছে। হানাদাররা ২০০১ সনে আফগানিস্তানে এসে প্রথমে তারা গোটা আফগানিস্তান জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে; পরে মুজাহিদরা যখন তাদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে তখন তারা তাদের অনেক সামরিক ক্যাম্প পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে কোন মতে জান বাচিয়ে পাততাড়ি গুলিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়; আর বিগত দশ বছর ধরে অব্যাহত এ আক্রমণের ফলে তারা প্রায় সব সামরিক ক্যাম্প ফেলে বৃহৎ কিছু ক্যাম্পে এসে আশ্রয় নিয়েছে এবং সহসা এসব ক্যাম্প থেকে তারা বাইরে বের হয় না, কারণ তারা জানে বাইরে বেরলেই তাদের জন্য মুজাহিদরা পেতে রেখেছে অসংখ্য মরণ ফাঁদ। এভাবে প্রায় ৮০ ভাগ এলাকা মুজাহিদরা পুনর্দখলে নিয়ে নেয়ার কারণে এবং শত্রুরা এসব অঞ্চল থেকে পালিয়ে যাওয়ার কারণে এখানে আর আক্রমণ করার কোন প্রয়োজন নেই। মুজাহিদরা শুধু সেখানেই আক্রমণ চালায় যেখানে হানাদার সৈন্যরা অবস্থান করছে। আর গত বছর বিশ্ববাসী নিশ্চয়ই লক্ষ করেছে যে মুজাহিদগণ বেশ কিছু বড়ো ধরনের আক্রমণ চালিয়েছে যেগুলোর টার্গেট ছিলো মূলতঃ শত্রুদের বৃহৎ সামরিক ঘাটগুলো, কারণ শত্রুরা এখন সব এসে এখানেই জড় হয়েছে।

আমি আমেরিকার বর্তমান যে পরিস্থিতি প্রকাশ হয়ে পড়েছে সে বিষয়ে এখানে কিছু বলতে চাই। অর্থনীতিতে আমেরিকায় যে ধস নেমেছে গোটা বিশ্ববাসী তা প্রত্যক্ষ করছে। আমেরিকান জনগণ আজ নিরাপত্তাহীনতা, অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে নিমজ্জিত; তারা তাদের এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির জন্য ড্রাগ ও মাদক দ্রব্যের মধ্যে শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে। ধর্ষণের হার আশঙ্কাজনক হারে দিন দিন বেড়েই চলছে, সন্ত্রাস ও অপরাধপ্রবণতা হ্রাস করে বেড়ে গেছে, তাদের গোটা অর্থনীতি ধ্বংসের অতল গহবরে তলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের সন্ত্রাসী সরকারের এসব নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা নেই, তারা ব্যস্ত অন্য দেশের উপর আক্রমণ, অন্যদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানো ও মোড়লিপনা নিয়ে; অথচ ৪৬ মিলিয়ন আমেরিকান খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, মিলিয়ন মিলিয়ন আমেরিকান সাহ্য সেবা থেকে বঞ্চিত, শিক্ষকদের বেতন ভাতা পরিশোধ না করার কারণে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনেক স্কুল, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম সাধারণ মানুষের মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে, মুদ্রাস্ফীতির কারণে গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধন সম্পদ সব উধাও হয়ে গেছে। এসব কারণে ১ভাগ এবং ৯৯ভাগ মানুষের মধ্যে বৈষম্যের মাত্রা আকাশ ছুঁয়ে গেছে। সরকারের বাজেট ঘাটতি গিয়ে ঠেকেছে ২০০ ট্রিলিয়নের কাছাকাছি; সব কিছু মিলিয়ে এখন সম্পূর্ণ দেউলিয়া একটি দেশ আমেরিকা। আমেরিকান সন্ত্রাসবাদী সরকার এখন বসে বসে শুধু তার মূল্যহীন ডলার (paper money) ছেপে যাচ্ছে আর বিশ্বজুড়ে তাদের বস্তাপচা ডেমোক্রেসির ভাঙ্গা কলসি বাজিয়ে বেড়াচ্ছে যার মধ্যে বাস্তবে শুধু হিপক্রেসি ছাড়া আর কিছু নেই।

নিজ দেশের নাগরিক ও গোটা বিশ্ববাসীর সাথে আমেরিকান সন্ত্রাসবাদী সরকারের এই দ্বিমুখী আচরণের কারণে আজ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকম পরিবর্তনবাদী যেসব আন্দোলন দানা বেধেছে তা নিশ্চয়ই আশাব্যঞ্জক; কিন্তু শুধু আশার বাণী নিয়েই আমরা বসে থাকতে পারি না, কার সমস্যা শুধু শনাক্ত করাটাই সমস্যার সমাধান নয় বরং গোটা মানবজাতি যে সমস্যায় আজ জর্জরিত তা থেকে উদ্ধারের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই কাজ করতে হবে।

আমি গোটা বিশ্ববাসীর প্রতি উদার মন ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইসলামকে অধ্যয়নের জন্য আহ্বান জানাই; কারণ ইসলাম প্রচলিত অর্থে কোন ধর্ম নয় বরং ইসলাম হলো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যা মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এমন সুস্পষ্ট ও সঠিক দিকনির্দেশনা দান করে যা মানুষকে পরকালীন জীবনে যেমন সফলতা দান করবে তেমনি দুনিয়ার জীবনেও তাকে উপহার দেবে একটি পরিচ্ছন্ন, প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত জীবন।

theunjustmedia: আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

Haji Mullah Masoom: ধন্যবাদ দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই; আফগান পরিস্থিতির দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে আপনি আমাকে যে সুযোগ করে দিয়েছেন সে জন্য এবং সত্যের প্রচারে আপনার এই অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন। আল্লাহ্ তায়ালা আপনার সকল প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, আপনার মনে প্রশান্তি দান করুন এবং ক্ষণস্থায়ী এই জীবন ও আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনে উত্তম বিনিময় দান করুন।

theunjustmedia: জাযাকাল্লাহ তায়ালা খায়র, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

Haji Mullah Masoom: ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

ডানপিটে মিডিয়ার সৌজন্যে বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হলো

আপনাদের দোয়ায় ডানপিটে ভাইবোনদেরকে ভুলে যাবেন না।